দৈনিক ... ৮ ... ৭

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার বাধা কোথায়

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার পর দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে এক ধরনের দেশ-সফরে। তবে এই সফর তাহাদের জন্য 'দারুণ' নহে, 'নিদারুণ'। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলে খুব সহজেই একটি সমন্বিত বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা চালু করিতে পারিত। কিন্তু তাহা কেন চালু করা হইতেছে না, কিংবা পরীক্ষামূলকভাবে সিলেটের শাহজালাল এবং যশোরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাহা চালুর সকল উদ্যোগ সম্পন্ন হইবার পরেও কেন বাতিলের ষড়যন্ত্র করা হইল—তাহা দুশ্চিন্তার বটে। এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে প্রথিতযশা এক শিক্ষক দম্পতি তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর সর্বোচ্চ মহলের হস্তক্ষেপে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে কিছু কুচক্রী মহলের দুরভিসন্ধি, যাহারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলে যেকোনো উপায়ে বিভ্রান্ত করিতে পারে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের যুক্তি হিসাবে তাহারা বলিয়াছে—শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সুতরাং ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করা যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সিলেটের শিক্ষার্থীরা।

বেশ ভাল কথা। যশোর-সন্নিহিত জেলাসমূহের শিক্ষার্থীরা বিশেষ কষ্ট না করিয়া শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সুযোগ পাইতে পারে বলিয়াই কি তাহাদের বড় আপত্তি? অর্থাৎ যশোর বা উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যদি সিলেটে ভর্তি হইতেই চাহে, তবে ভর্তিচ্ছুরা কষ্ট করিয়া সিলেট অবধি আসিয়া ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুক—এই কি তাহাদের অভিপ্রায়? এই মানসিকতাকে 'শিশুসুলভ' ছাড়াও আর কোন্ অভিধায় ভূষিত করা যায়, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। এমনিতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির বিদ্যমান পদ্ধতিগুলি ব্যয়বহুল ও কোচিংনির্ভর। ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির বিষয়টি গত কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচিত হইয়া আসিতেছিল। এইবার জুলাই মাসে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে ইহা লইয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সহিত বৈঠকও করিয়াছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। সেই সময় পাবলিক মেডিক্যাল কলেজসমূহের মতো সমন্বিত বা গুচ্ছভিত্তিক-ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে একমতও হইয়াছিলেন তাহারা। তাহার পরও বহাল থাকে বিদ্যমান পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা।

সরকারের প্রধান নির্বাহী হইতে শুরু করিয়া শিক্ষামন্ত্রী অবধি সকলে একমত হইবার পরও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হ্রাস করিবার গুচ্ছভিত্তিক বা সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয় নাই। স্বাভাবিকভাবেই বুঝিতে হইবে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় যাহাদের বিশেষ ক্ষতিসাধন হইবে, তাহাদের সমন্বিত শক্তি কম নহে। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হ্রাস পাইল, নাকি বহাল থাকিল—তাহাতে তাহাদের কিছু যায় আসে না। সুতরাং সেই মহল যদি এক্ষণে মনে করে যে, সিলেটের শাহজালাল এবং যশোরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়াটা বিপজ্জনক; কেননা, এই পদ্ধতি 'সফলতা'র উদাহরণ সৃষ্টি করিলে তাহা পরবর্তীতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করিতে নীতিগত চাপ সৃষ্টি করিবে। অতএব কুচক্রীমহল এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা ভণ্ডুল করিতে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে পারে বটে। আমরা কি এইবার তাহাই দেখিলাম?

বিদ্যমান পদ্ধতিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে নানাভাবে দুর্ভোগের শিকার হইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের এক গবেষণায়ও তাহা প্রতীয়মান হইয়াছে। দুর্ভোগ লাঘবে পাবলিক মেডিক্যাল কলেজের আদলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সাধারণ, প্রকৌশল ও কৃষি—এই তিনটি গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সুপারিশ করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ভোগান্তি শুধু নহে—ভর্তির বিদ্যমান পদ্ধতিটি যে ব্যয়বহুলও বটে, ইউজিসির ওই প্রতিবেদনে তাহার উল্লেখ ছিল। কেননা, এই পদ্ধতিতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে ৬ হইতে ১০টি ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। ছোটাছুটি করিতে হয় দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি। যেমন—ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে ঢাকায় পরীক্ষা শেষ করিয়াই রাজশাহীর বাস ধরিতে হয়, সেইখানে কোনোরূপ পরীক্ষায় অংশ নিয়াই ছুটিবার প্রস্তুতি নিতে হয় খুলনা, সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। এই অন্তহীন ছোটাছুটির মধ্যে রহিয়াছে টিকেট ম্যানেজ করিবার যন্ত্রণা। এমনকি অগণিত মেধাবী শিক্ষার্থীর সেই আর্থিক সঙ্গতিও থাকে না। অথচ একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই নাভিশ্বাস দশা হইতে মুক্তি মিলিত সহজেই। আমরা বুঝিতে পারি না, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় আসলে বাধা কোথায়?